

সুরা দুখান

জনি (ড্রাকুলা)

(সুরাটি এরকম)হা-মী-ম স্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি উহা এক কল্যান পূর্ণ রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি, আমি সতর্ককারী। উহাতে আমার আদেশে প্রত্যেক গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যা মিমাংসিত হয়। কেননা আমিই রাসুল গনকে প্রেরণ করি। উহা তোমাদের রবের অনুগ্রহ; তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তিনি আকাম পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিতের রব। তোমার ভাষায় কোরান সহজ করিয়াছি যাতে ওরা উপদেশ পায়। তাই প্রতিক্ষা কর, তারাও প্রতিক্ষা করিতেছে।

সুরা দুখানের ফজীলতঃ

১। যে কোন প্রকারের ভয়াবহ বিপদ ও সমস্যা দেখা দিলে, পূর্ণ পবিত্রতার সাথে এক বৈঠকে নিধারিত সময়ে বিসমিল্লাহ্ সহকারে সাত (৭) বার সুরা দুখান পাঠ করে, তারপর দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য ও করুণা প্রার্থনা করলে অতঃপর প্রতিদিন নিধারিত সময়ে সুরা দুখান পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ্ যাবতীয় বিপদ আপদ হতে নিরাপদ থাকতে পারবে।

২। আমাশায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি জাফরান ও পানি দিয়ে পূর্ণ পবিত্রতার সাথে বিসমিল্লাহ্ সহ এ সুরা লিখে একটি বোতলে গোলাপ জলের মধ্যে রাখবে। প্রতাহ ভোরে সূর্য উদয়ের পূর্ব ক্ষণে এবং সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে এক গ্লাস পানিতে উক্ত বোতলের পানি হতে সামান্য পানি মিলিয়ে নিয়মিত পান করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ আমাশায় হতে মুক্ত হতে পারবে।

৩। ১৫ ই শাবান শবে বরাতের রাতে এসূরা আমল করলে অশেষ নেকী ও কল্যানের মালিক হওয়া যায়। কেননা এ সুরায় শবেবরাতের কথা উল্লেখ আছে।

ফজীলতের ফাজিলতঃ

১। যে কোন ধরনের ভয়াবহ (!) বিপদ (যেমন ধরুন আপনি বিমানে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন এমন সময় বিমানের ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেল এখন বিমানের নাক ঠিক মাটির দিকে তাকিয়ে নিচের দিকে

ধেয়ে যাচ্ছে অথবা আপনি বাসের যাত্রী - বাসের ড্রাইভার একটি ব্রীজ কে সাইড দিতে গিয়ে সোজা খাদে পড়ছে) আপনি ভয় পাবেন না, সবাই আল্লাহকে ভুলে হাউকাউট করুক বা বাসের জানালা টপকে অথবা কোন ভাবে বাঁচার চেষ্টা করুক আপনি পূর্ণ পবিত্রতার সাথে এক বৈঠকে বিসমিল্লাহ সহকারে সাত (৭) বার সুরা দুখান পাঠ করুন তারপর দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও করুনা প্রার্থনা করুন। আপনার সেই ভয়াবহ বিপদ কেটে যাবে। (ততক্ষণে আপনি মরে ভুত ও হয়ে যেতে পারেন) এরপর আপনি প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে একবার করে বিসমিল্লাহ সহকারে সুরাটি পাঠ করবেন ইনশাআল্লাহ যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন।(ভুতের আবার বিপদ কি?)

২। আপনি আমাশায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ? কেন শুধু শুধু ফাজিল (ফ্লাজিল ৪০০ মি:গ্রা) আর টিটিসি (টেট্রাসাইক্লিন) নামের ইয়া বড় বড় ট্যাবলেট খেয়ে সুস্থ হবেন তার চেয়ে বরং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করুন, প্রথমে জাফরান ও পানির বন্দবোস্ত করুন পূর্ণ পবিত্রতার(!?!?) সাথে বিসমিল্লাহ সহকারে সুরা দুখান লিখে তা একটি বোতলে গোলাপ জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখুন সঙ্গে জাফরানটিও। এবার সেই আধ্যাত্মিক পানিটি প্রস্তুত হতে থাকুক আপনি বরং নিয়মিত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে থাকুন। আপনার যদি শরীর বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা বাচাঁতে পরের দিন ভোরে সূর্য উদয়ের পূর্বক্ষণে এবং সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে এক গ্লাস পানিতে উক্ত বোতলের পানি হতে সামান্য পানি মিলিয়ে নিয়মিত পান করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আমাশায় আপনার কাছ থেকে মুক্তি পাবে।

বিঃ দ্রঃ যদি অন্য কেউ বা কোন ডাক্তার আবিষ্কার করেন যে আপনার অবস্থা গুরুতর, তাদের কথা মোটেও বিশ্বাস করবেন না, অন্যের কথা বিশ্বাস করতে নেই। এসুরা এত বেশি শক্তিশালী যে প্রয়োজনে আপনাকে মেরে ফেলে হলেও আমাশায় হতে মুক্তি দেবে। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুননা আজ পর্যন্ত কি আপনি শুনেছেন যে আমাশায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও আমাশায় ছিল? ছিলনা কারন তারা সবাই এ ফর্মুলা অবলম্বন করে ছিল।

৩। ১৫ই শাবান শবে বরাতের রাতে এ সুরা পাঠ করলে অশেষ নেকী ও কল্যাণের মালেক হতে পারবেন। কারন এ সুরায় শবে বরাতের কথা উল্লেখ আছে। এ সুরাটি যদি আপনি পড়েন তাহলে অকল্যাণের মুখোমুখি তো হবেননাই সঙ্গে আপনার স্বর্গে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবেনা। এর কারন আপনার অশেষ নেকী যা কিনা আপনি হাজার খরচ করলেও শেষ হবেনা। নেকী জিনিষটা টাকা পয়সার মত যেমন ওমুক সুরা পড়ে ১০ নেকী তমুক সুরা পড়ে ১০০ নেকী এভাবে আপনি যা কামাবেন তা পরকালে খরচ করবেন। আশা করা যায় যে এই নেকী আপনাকে স্বর্গ পর্যন্ত নিয়ে

যাবে। যদি স্বর্গের দাড়ায়েন আপনাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয় তাহলে আপনি বুঝবেন যে সে এককালে বাংলাদেশের কোন সরকারি কর্মচারী ছিল তাই কোন চিন্তা ভাবনা না করে তার হাতে কয়েকটা নেকী গুজে দেবেন, দেখবেন সে আপনাকে সালাম দিয়ে স্বাগতম জানাবে স্বর্গে।

সকলের নেকীর বোঝা ভাঙি হোক এ প্রত্যাশায়।

জনি (ড্রাকুলা)

০৩/১০/০৮